এপিইসিই-ইইই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

৫০ বছর পূর্তিতে মিলন মেলা

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

পৌষের শীতের সকাল। হিমেল হাওয়ার প্রকোপ। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সবুজ চত্বরে একে একে আসতে থাকেন (এক সময়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ) তড়িৎ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের সাবেক ছাত্র-শিক্ষক-অ্যালামনাইরা। কিছু সময়ের মধ্যেই গোটা সবুজ চত্বর মুখর হয়ে ওঠে। গল্পে-হাসি-আড্ডায়, খুনসুটি ও স্মৃতিচারণায় মেতে ওঠেন সবাই। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয় সম্মাননা। এরপর ছিল মনোমুগ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এভাবে কেটে যায় শুক্রবারের ছুটির দিনটি। ফেলে আসা সোনালি অতীত কিছু সময়ের জন্য আন্দোলিত করে সবাইকে।

এ মিলন মেলার আয়োজন করে বিভাগের এপিইসিই-ইইই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল ছিল সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে জমে ওঠে সাবেকদের আড্ডা। ভাটা পড়ে দুপুর ১২ টায়। কার্জন হলের মূল মিলনায়তনে তখন মঞ্চে ওঠেন অ্যালামনাইয়ের সভাপতি মাহফুজ আলী সোহেল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মোস্তফা আল মামুন (জার্জিস) ও কোষাধ্যক্ষ জাবেদ মাহমুদ। শুরুতেই আগতদের অভ্যর্থনা জানিয়ে সাধারণ সভা শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক অ্যালামনাইয়ের কার্যনির্বাহী সদস্যদের পরিচয় তুলে ধরেন। এরপর মঞ্চে ওঠেন বিভাগের সাবেক ছাত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি ও সমকালের প্রকাশক এ. কে. আজাদ। তাকে অভ্যর্থনা জানান অ্যালামনাইয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ. কে. আজাদ বলেন, এই বিভাগ থেকে পাস করার বহু বছর পর এই প্রথম বিভাগের কোনো অনুষ্ঠানে এলাম। আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত, আবেগাপ্লুত। আজকে আমার যে সামাজিক অবস্থান সে কৃতিত্বের দাবিদার আমার এই প্রিয় বিভাগ।

স্মৃতিচারণ করতে নিয়ে তিনি বলেন,

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

৫০ বছর পূর্তিতে মিলন মেলা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এর মধ্যে ছিল ফার্মাসি, ভূতত্ত্ব, অর্থনীতি, ফলিত পদার্থবিদ্যা। ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হলেও পরে ভূতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য তৎকালীন ডিন শামসুল হক স্যারের কাছে যাই। তিনি আমাকে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত। বিভাগের উন্নয়নে, গবেষণার কাজে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তায় সবাইকে এগিয়ে আসতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, বিভাগের সাবেকদের সঙ্গে সবার যোগাযোগ আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য একটা ডাটাবেজ করা যেতে পারে। যেন সবাই আরও বেশি যুক্ত থাকতে পারে।

আলোচনা শেষে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেক কাটেন অতিথিরা। এরপর বেলুন উড়িয়ে তারা মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিভাগের সাবেক শিক্ষকদের সম্মাননা পর্ব। সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট তুলে দেন অ্যালামনাইয়ের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অতিথি এ. কে. আজাদ।

সম্মাননাপ্রাপ্ত সাবেক শিক্ষকরা হলেন- বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহ মো. ফযলুর রহমান, অধ্যাপক মো. শামসুল হক, অধ্যাপক এ আর খান, অধ্যাপক ড. জালালুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. আলী জাফর, অধ্যাপক ড. আর আই শরীফ, অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম মজুমদার, অধ্যাপক ড. ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক ড. শাহিদা রফিক ও অধ্যাপক আনোয়ার হাসান।

অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই সভাপতি মাহফুজ আলী সোহেল বলেন, ছোট্ট করে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই অ্যালামনাই এত গুণীজনের অংশগ্রহণে বড় আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা আগামী পথচলায় আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে। সম্মাননা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, ১৯৬৫ সালে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ যাত্রা শুরু করলেও পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় তড়িৎ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ। এপিইসিই-ইইই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে।